রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

**অতিরিক্ত সংখ্যা**
**কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত**

**বুধবার, ডিসেম্বর ১৪, ২০২২**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়**
**বিদ্যালয়-১ অধিশাখা**

নম্বর-প্রাগম/বিদ্যা-১/ট্রাস্ট-৭(অংশ-১)/০৮-৬৯৯, তারিখ: ২৮ বৈশাখ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/১১ মে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

**প্রজ্ঞাপন**

**এস. আর. ও নং সা-৯/৯-১/৮৯/৮৭৪**-শি প্রবিধানমালা/২০০৯-পথকলি ট্রাস্ট (বর্তমানে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট) গঠনের সিদ্ধান্তের (যাহা ১৬ নভেম্বর ১৯৮৯ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে) অনুচ্ছেদ নং ১০-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:

**১। শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ :**

(ক) এই প্রবিধানমালা 'শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রবিধানমালা, ২০১০' নামে অভিহিত হইবে।

(খ) এই প্রবিধানমালা শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত সকল ট্রাস্টি এবং ট্রাস্টের অধীন কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রতি প্রযোজ্য হইবে।

(গ) ইহা অনুমোদনের তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইবে।

**২। সংজ্ঞা :**

**বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই প্রবিধানমালায়**

(ক) 'ট্রাস্ট বলিতে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট' কে বুঝাইবে।

(খ) 'বোর্ড' বলিতে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের 'বোর্ড অব ট্রাস্টি' কে বুঝাইবে।


**মূল্য :** টাকা ১২.০০

(গ) 'ট্রাস্টি' বলিতে 'বোর্ডের সদস্য'-কে বুঝাইবে।

(ঘ) 'চেয়ারপারসন' বলিতে 'বোর্ডের চেয়ারপারসন'-কে বুঝাইবে।

(ঙ) 'ভাইস চেয়ারপারসন' বলিতে 'বোর্ডের ভাইস চেয়ারপারসন'-কে বুঝাইবে।

(চ) 'কর্মকর্তা' বলিতে 'শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকর্তা'-কে বুঝাইবে।

(ছ) 'কর্মচারী' বলিতে 'শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের কোন কর্মচারী'- কে বুঝাইবে।

(জ) 'নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ'বলিতে 'শিশু কল্যাণ ট্রাস্টি বোর্ড'-কে বুঝাইবে।

(ঝ) 'কর্তৃপক্ষ' বলিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কিংবা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য তৎকর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে এবং উক্ত কর্মকর্তার উর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(ঞ) 'শ্রমজীবী শিশু' বলিতে দারিদ্রের কারণে নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী ৫ হইতে ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশু-কিশোর ও কিশোরীকে বুঝাইবে।

(ট) 'উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ' বলিতে সংশ্লিষ্ট কার্যাদি নিস্পত্তির জন্য উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে।

(ঠ) 'সম্মানী' ট্রাস্টের স্বার্থে মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয়, এইরূপ কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ প্রদেয় অনাবর্তক ধরনের নগদ অর্থ বুঝাইবে।

**৩। ট্রাস্টের ঠিকানা :**

ট্রাস্টের সদর দপ্তর ঢাকায় থাকিবে এবং ট্রাস্ট প্রয়োজবোধে, অন্য স্থানে উহার আঞ্চলিক দপ্তর স্থাপন করিতে পারিবে।

**৪। ট্রাস্টের কার্যক্রমভুক্ত এলাকা :**

শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রমের আওতাভুক্ত এলাকা হইবে সমগ্র বাংলাদেশ।

**৫। ট্রাস্টের মনোগ্রাম :**

"একটি ফুলের কলি, কলির মাঝে একটি ছোট্রশিশু হাতুড়ি দিয়া পাথর ভাংঙ্গিতেছে, তাহার সাহায্য সহযোগিতার জন্য প্রসারিত স্নেহমায়াভরা দুইটি হাত"-ছবি "শ্রমজীবী বালক/ বালিকাদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট"-কথা

**৬। ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :**

(ক) একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ট্রাস্ট হিসেবে শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের ভাগ্যোন্নয়নে এবং তাহাদের জীবনে প্রতিষ্ঠালাভে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

(খ) ভাগ্যাহত, সুযোগসুবিধাবঞ্চিত এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী শিশু-কিশোরদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ;

(গ) শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ;

(ঘ) শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ।

**৭। ট্রাস্টি বোর্ড :**

(১) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালনা,ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব একটি ট্রাস্টি বোর্ড, অতঃপর বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, এর উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) একজন চেয়ারপারসন ও একজন ভাইস চেয়ারপারসনসহ মোট ৭ জন ট্রাস্টি সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে।

(৩) বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে:

(ক) মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-চেয়ারপারসন।

(খ) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-ভাইস- চেয়ারপারসন।

(গ) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় -সদস্য (পদাধিকার বলে)

(ঘ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ৪ (চার) জন বেসরকারি সদস্য;

(বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ও পেশাজীবীদের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন। যাহাদের মধ্যে অন্তত দুইজন মহিলা থাকিবেন)।

শর্ত: সরকার বেসরকারি সদস্যদের মনোনয়ন প্রদান করিবেন। ইহা ছাড়া কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য 'কো-অপ্ট' (co-opt) করিতে পারিবেন।

(৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারী সদস্য তাঁহার মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বছরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় তাঁহার মনোনয়োন বাতিল করিতে পরিবে।

(৫) মেয়াদপূর্তির পূর্বেই বেসকারি সদস্যগণ, চেয়ারপারসন বা তাঁহার অবর্তমানে ভাইস চেয়ারপারসন বরাবর লিখিত আবেদন দ্বারা ট্রাস্টি হিসেবে পদত্যাগ করিতে পরিবেন। তবে এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক তাঁহার বা তাঁহাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণের পূর্বপর্যন্ত তাঁহারা ট্রাস্টি হিসাবে বহাল থাকিবেন।

**৮। কার্যাবলী :**

**ট্রাস্ট নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেঃ**

(ক) শ্রমজীবী শিশুদের লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজীয় সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা; বিদ্যালয়সমূহে সাধারণ শিক্ষাসহ কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা; শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(খ) ট্রাস্টের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

(গ) ট্রাস্টের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তহবিল সংগ্রহ এবং তাহা শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের স্বার্থে লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করা;

(ঘ) শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এবং ট্রাস্ট কর্তৃক সংগৃহীত সম্পত্তি বা প্রতিষ্ঠান কার্যক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে সেইগুলিকে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিয়া বিক্রয় বা আইনসম্মত অন্য কোন পন্থায় হস্তান্তর করা;

(ঙ) শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করিবার জন্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(চ) কর্মকর্তা, শিক্ষক/কর্মচারীদের জন্য চাকুরি ও ছুটি বিধিমালা প্রণয়ন এবং জনবল কাঠামো অনুমোদন; এবং

(ছ) উপরে বর্ণিত যে কোন কার্য বা কার্যাবলী বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক সরাসরি বা ইহার তত্ত্বাবধানে অন্য যে কোন ট্রাস্ট, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা কমিটি দ্বারা সম্পাদন বা বাস্তবায়ন করানো।

**৯। ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করিবার নিমিত্ত জনবল :**

(ক) বোর্ড নির্ধারিত শর্ত, বেতনক্রম ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান সাপেক্ষে একজন সার্বক্ষণিক পরিচালকসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং ট্রাস্টের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(খ) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক একজন প্রধান শিক্ষকসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে;

**১০। সভা :**

(ক) বোর্ড সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে:

(খ) বোর্ডের সকল সভা চেয়ারপারসন এবং চেয়ারপারসনের অনুপস্থিতিতে ভাইস চেয়ারপারসন কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে;

(গ) প্রতি চার মাস অন্তর ট্রাস্টি বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে। ইহা ছাড়াও জরুরি প্রয়োজনে চেয়ারপারসনের নির্দেশে ট্রাস্টের পরিচালক ২৪ ঘন্টার নোটিশে বোর্ডের সভা আহ্বান করিতে পারিবেন;

(ঘ) অন্তত ৪ (চার) জন ট্রাস্টির উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে;

(ঙ) বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারপারসন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভাইস চেয়ারপারসন সভাপতিত্ব করিবেন।

(চ) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক ট্রাস্টি একটিমাত্র ভোট দিতে পারিবেন, তবে কোনো প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট প্রদত্ত হইলে উক্ত সভার সভাপতি একটি অতিরিক্ত ভোট (casting vote) প্রদান করিতে পারিবেন।

**১১। নির্বাহী কমিটি :**

ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদানের জন্য নিম্নরূপ একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে :

(ক) বোর্ডের ভাইস চেয়ারপারসন - সভাপতি

(খ) বোর্ডের মনোনীত দুইজন সদস্য - সদস্য

**১২। নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী :**

এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী ট্রাস্টি বোর্ডের নির্বাহী কমিটি নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে:

(ক) ট্রাস্টের দৈনন্দিন কার্যাবলী তত্ত্বাবধান;

(খ) ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অফিস, বাড়ি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ভাড়া নেওয়া এবং ইহার জন্য চুক্তি করা;

(গ) ট্রাস্টের পক্ষে সকল প্রকার মামলা পরিচালনা করা;

(ঘ) ট্রাস্ট কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করা।

**১৩। নির্বাহী কমিটির সভা :**

নির্বাহী কমিটি প্রতি দুই মাসে কমপক্ষে একটি সভায় মিলিত হইবে। সভাপতির নির্দেশে ট্রাস্টের পরিচালক জরুরি প্রয়োজনে ২৪ ঘন্টার নোটিশে কমিটির সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

**১৪। বোর্ডের পরিচালকের কার্যাবলী :**

(ক) নির্বাহী কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ট্রাস্টের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করা;

(খ) পরিচালক হিসেবে তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন এবং ট্রাস্টের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;

(গ) ট্রাস্টের কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় এবং তত্ত্বাবধান;

(ঘ) চেয়ারপাসন/ভাইস চেয়ারপারসনের সাথে আলোচনা করিয়া বোর্ড অব ট্রাস্টির সভা আহ্বান;

(ঙ) চেয়ারপাসন/ভাইস চেয়ারপারসনের সাথে আলোচনা করিয়া বাজেট পেশ;

(চ) প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষার লক্ষ্যে নির্বাহী কমিটির নিকট সুপারিশ পেশ;

(ছ) ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে আর্থিক বিধি মোতাবেক যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ;

(জ) ট্রাস্টি বোর্ড এবং নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন।

**১৫। বার্ষিক প্রতিবেদন :**

(ক) বোর্ডের পরিচালক প্রতি অর্থ বছর শেষে পরবর্তী মাসের মধ্যেই ট্রাস্টের কার্যাবলীর একটি খসড়া প্রতিবেদন ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন;

(খ) ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় অনুমোদিত চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি পরিচালক সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

**১৬। অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন :**

সরকার বোর্ডের যে কোনো বিষয়ে বা কার্যের উপর অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন চাহিতে পারিবে এবং উক্ত চাহিদা অনুযায়ী পরিচালক বোর্ডের অনুমোদনক্রমে প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

**১৭। শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট তহবিল :**

ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে নিম্নলিখিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অনুদান দ্বারা 'শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট তহবিল' নামে একটি তহবিল গঠন করা হইবে—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) বিদেশি সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) ট্রাস্টের বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(চ) অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অনুদান।

**১৮। শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল ব্যবস্থাপনা :**

(ক) ট্রাস্টের তহবিলের ২ (দুই) টি অংশ থাকিবে।

(১) মূলধন তহবিল

(২) সাধারণ তহবিল

(খ) মূলধন তহবিল হইতে অর্জিত আয় সাধারণ তহবিলে জমা হইবে;

(গ) বোর্ডের চেয়ারপারসন কর্তৃক মনোনীত বোর্ডের একজন সদস্য এবং বোর্ডের পরিচালকের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে;

(ঘ) ট্রাস্টের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা বোর্ডের পরিচালকের নিকট নগদ রাখা যাইবে;

(ঙ) ট্রাস্টের যাবতীয় ব্যয়ের ভাউচারে পরিচালকের অনুমোদন থাকিতে হইবে;

(চ) যাবতীয় ব্যয়ের হিসাব বোর্ডের সভায় অনুমোদিত হইতে হবে;

(ছ) বোর্ডের পরিচালক এককালীন অনধিক ৩ (তিন) হাজার টাকা ট্রাস্টের প্রয়োজনে নিজ দায়িত্বে দৈনন্দিন ব্যয় করিতে পারিবেন। পরিচালক তাঁহার এই ব্যয়ের হিসাব ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

**১৯। শ্রমজীবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম :**

নিয়মিত শিক্ষার জন্য নির্বাচিত মেধাবী এবং উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী বালক-বালিকাদের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক (এস.এস.সি) পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

**২০। বৃত্তির জন্য প্রকৃত শ্রমজীবী শিক্ষার্থী নির্বাচন পদ্ধতি :**

(ক) ট্রাস্ট কর্তৃক অনুমোদিত মানদণ্ড/নির্দেশনার ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের জন্য শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অনানুষ্ঠানিক/উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের অধ্যয়নরত মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রমজীবী বালক-বালিকার প্রাথমিক বাছাইয়ের কাজ শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট সদর দপ্তর সম্পাদন করিবে;

(খ) যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তার সভাপতিত্বে একটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষা কমিটি গঠন করা হইবে;

(গ) লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুসারে বৃত্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচন করা হইবে;

(ঘ) দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম যে কোনো শ্রেণি হইতে ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে। তবে প্রাথমিক স্তরে একবার বৃত্তি প্রাপ্ত হইলে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী পরবর্তীতে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না;

(ঙ) বার্ষিক পরীক্ষাসহ প্রতি টার্মের পরীক্ষার সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতি বছর বৃত্তির অর্থ ছাড় করা হইবে। বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে পাশ নম্বরসহ গড়ে ন্যূনতম ৪০ (চল্লিশ) নম্বর পাইতে হইবে ;

(চ) বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর প্রগ্রেস রিপোর্ট (progress report) সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সত্যায়িত করিয়া ট্রাস্টের সদর অফিসে দাখিল করিবেন;

(ছ) বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়/সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়/মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক/মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে হইবে।

**২১। সদস্যদের সম্মানী ও যাতায়াত ভাতা :**

(ক) বোর্ড এবং অন্যান্য উপকমিটির সদস্যবৃন্দ বোর্ড/উপকমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সম্মানী ভাতা পাইবেন;

(খ) বোর্ডের সভায় অংশগ্রহণের জন্য ট্রাস্টের সদর দপ্তরের বাইরের সদস্যগণ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভ্রমণ-ভাতা প্রাপ্য হইবেন;

(গ) বোর্ডের আর্দেশক্রমে ট্রাস্টের কোনো কাজে কোনো সদস্য তাঁহার কর্মস্থলের বাহিরে ভ্রমণ করিলে তজ্জন্য তিনি বোর্ড নির্ধারিত হারে ভ্রমণ-ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

**২২। বাজেট :**

(ক) প্রতি অর্থ বৎসরের শেষে বোর্ডের পরিচালক পরবর্তী অর্থ বৎসরের জন্য একটি খসড়া বাজেট প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন;

(খ) ট্রাস্টি বোর্ড পরিচালক কর্তৃক পেশকৃত খসড়া বাজেটের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করিবে এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহকারে এই বাজেট অনুমোদন করিবে;

(গ) পরবর্তী অর্থ বৎসর শুরু হইবার পূর্বে বোর্ড কর্তৃক বাজেট অনুমোদিত না হলে বোর্ডের অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে ট্রাস্টের পরিচালন ব্যয়, সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

**২৩। ব্যাংক একাউন্ট :**

ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত যে কোনো ব্যাংকে ট্রাস্টের একাউন্ট খোলা হইবে। এই ব্যাংক একাউন্ট ট্রাস্টের প্রবিধানমালার ১৮ (গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

**২৪।** ট্রাস্ট পরিচালনার সকল বিষয়ে ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

**২৫।** ট্রাস্টি বোর্ড প্রয়োজনবোধে প্রবিধানমালা সংশোধন করিতে পারিবেন।

**সারোয়ার মাহমুদ**
উপ-সচিব

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress.gov.bd